স্নায়ুযুদ্ধ ও জাতিসংঘভিত্তিক তথ্যপ্রবাহ

টাইমলাইন

১৯৪৫

ফেব্রুয়ারী ৪-১১: রাশিয়ার ক্রিমিয়ায় রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট , প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় সহযোগীদের সাথে ইয়ালটা সম্মেলনে বসেন। এ সম্মেলন ক্রিমিয়া সম্মেলন নামেও পরিচিত। মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানির যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা স্থির করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি (ইউএস, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) জার্মানিকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে ভাগ করেন। মিত্র দেশগুলি একমত হয় যে পোল্যান্ড এবং নাৎসি জার্মানি দ্বারা অধিকৃত সমস্ত দেশেই অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, লীগ অফ নেশনসকে প্রতিস্থাপন করে নতুন জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৬ই মার্চ : সোভিয়েত ইউনিয়ন রোমানিয়ায় একটি পুতুল সরকার স্থাপন করে ।
মার্চ-এপ্রিল: স্ট্যালিন পোল্যান্ডকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কমিউনিস্ট পুতুল সরকার-এ পরিণত করেন এবং এতে আমেরিকা ও ব্রিটেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।
২৪শে জুলাই: পটসডাম সম্মেলনে মার্কিন প্রধানমন্ত্রী ট্রুম্যান সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা স্ট্যালিনকে জানিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে ।
আগস্ট: সেক্রেটারি হেনরি স্টিমসনের পরামর্শ অনুসরণ করে ট্রুম্যান জাপানের হিরোশিমায় ৬ আগস্ট বিশ্বের প্রথম পারমানবিক বোমার সামরিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। বোমাটির নাম লিটল বয়। বোমাটিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল ইউরেনিয়াম-২৩৫।
৮ ই আগস্ট: ইউএসএসআর (Union of Soviet Socialist Republics) এর উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ।
৯ ই আগস্ট: ট্রুমান জাপানের শহর নাগাসাকির বিরুদ্ধে বিশ্বের দ্বিতীয় পারমানবিক বোমা ব্যবহারের অনুমতি দেন। এ বোমাটির নাম ফ্যাট ম্যান। বোমায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল প্লুটোনিয়াম-২৩৯।

১২ই আগস্ট: কোরিয়ার উত্তরে জাপানি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এবং দক্ষিণে আমেরিকান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।
১৯শে আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর: ভিয়েতনাম এর নেতা হো চি মিন স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের ঘোষণা দেন।
২ সেপ্টেম্বর: জাপানিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। মার্কিন সেনাপ্রধান জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার জাপান দখলে নিয়েছিলেন।
২৪শে অক্টোবর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে ৫১টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘের পতাকা (ছবিঃ জাতিসংঘ)

১৯৪৬

জানুয়ারী: কমিউনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে চীনা গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ।
৭ জানুয়ারী : অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্রের ১৯৩৭ সালের সীমানা নিয়ে পুনর্গঠন করা হলেও এটির নিয়ন্ত্রণ চারটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়। যথা- আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসী এবং সোভিয়েত।

৯ ফেব্রুয়ারি: জোসেফ স্টালিন তার নির্বাচনী বক্তব্য রাখেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ভবিষ্যতের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলছে যা কোল্ড ওয়ারকে ত্বরান্বিত করে।
২২শে ফেব্রুয়ারি: মার্কিং কূটনীতিক জর্জ এফ কেনান তাঁর লং টেলিগ্রাম-এ সোভিয়েত নেতৃত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা দেন।
২৭শে সেপ্টেম্বর: সোভিয়েত ইউয়িনের কূটনীতিক নিকোলাই নোভিকভ -এর নামে Kennan লং টেলিগ্রাম এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে লিখেন 'নোভিকভ টেলিগ্রাম', যেখানে তিনি বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে"।
১৯শে ডিসেম্বর: ইন্দোচিনে ফরাসি অবতরণের পর প্রথম ইন্দোচিন যুদ্ধ শুরু হয় ।

১৯৪৭

১৯শে জানুয়ারী: পোল্যান্ডস রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পোল্যান্ড একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।
১২ই মার্চ: রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রুমান গ্রীক ও তুরস্ককে সোভিয়েতের কম্যুনিস্ট আয়ত্তের মধ্যে না পড়ার জন্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ট্রুমান ডকট্রিনের ঘোষণা দিয়েছিলেন ।[ট্রুমান ডকট্রিন একটি আমেরিকান বৈদেশিক নীতি ছিল যার উল্লিখিত উদ্দেশ্য ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ভূ-রাজনৈতিক প্রসারকে প্রতিহত করা। এটি কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রুমান ১২ ই মার্চ, ১৯৪৪ সালে ঘোষণা করেছিলেন। স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা মূলত এই ডক্ট্রিন এর হাত ধরেই]
১ এপ্রিল: বার্নার্ড বারুচ, সর্বপ্রথম "শীতল যুদ্ধ/কোল্ড ওয়ার" শব্দের অবতারণা করেছিলেন।
৫ জুন: সেক্রেটারি অফ স্টেট জর্জ মার্শাল পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার একটি বিস্তৃত কর্মসূচির পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়েছেন। এটি মার্শাল পরিকল্পনা/মার্শাল প্লান হিসাবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয় ।
১৪-১৫ আগস্ট: ভারত ও পাকিস্তান যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।
সেপ্টেম্বর: সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (COMINFORM) গঠন করে।

১৪ ই নভেম্বর: জাতিসংঘ কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহার, দুটি প্রশাসনের প্রত্যেকটিতেই নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং উপদ্বীপের একীকরণের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে।

১৯৪৮

৪ জানুয়ারি: বার্মা যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হয়।
১৪ই মে: ইসরায়েল রাজ্যটি গঠিত হয়।
২৪শে জুন: স্ট্যালিন বার্লিন অবরোধের নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম জার্মানি থেকে বার্লিন পর্যন্ত সমস্ত স্থলপথ বন্ধ করে দিয়ে শহর থেকে ফরাসী, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বাহিনীকে অনাহারে রাখার চেষ্টা করে, যা ইতিহাসে বার্লিন ব্লকেড নামে পরিচিত। জবাবে, তিনটি পশ্চিমা শক্তি বার্লিনের নাগরিকদের বিমানের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য বার্লিন বিমান পরিবহন চালু করে, যা বার্লিন এয়ারলিফট নামে পরিচিত।
৯ই সেপ্টেম্বর: সোভিয়েত ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়াকে সমস্ত কোরিয়ার বৈধ সরকার হিসাবে ঘোষণা করে এবং কিম ইল-সাং-কে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করে।

১৯৪৯

৪ এপ্রিল: কমিউনিস্ট সম্প্রসারণকে প্রতিহত করার জন্য North Atlantic Treaty Organisation (NATO)গঠন করে।এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য গুলো হলোঃ বেলজিয়াম, কানাডা , ডেনমার্ক , ফ্রান্স , আইসল্যান্ড , ইতালি , লাক্সেমবার্গ , নেদারল্যান্ডস , নরওয়ে , পর্তুগাল , যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
২৯শে আগস্ট: সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে ।

১৯৫০

১১ই মার্চ: তাইপেই, তাইওয়ানে কুওমিনতাং নেতা চিয়াং কাই-শেক তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন।

২৫শে জুন: কোরিয়ান যুদ্ধের সূচনা। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে । জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ দক্ষিণ কোরিয়া রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিতে পারে না, কারণ তারা চীন প্রজাতন্ত্রের জাতিসংঘে গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে বয়কট করছিল।

১৯৫১

১ সেপ্টেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে । প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে তিনটি দেশ এক হয়।

১৯৫২

২৩শে জুলাইঃ মিশরের জামাল আবদেল নাসের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজা ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করে। ।

১৯৫৩

২৮শে ফেব্রুয়ারিঃ গ্রীক, তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়া এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় বলকান চুক্তি। চুক্তির মূল লক্ষ্য সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদকে বাধা দেওয়া।

২৬শে জুলাই: কিউবার বিপ্লব শুরু হয়।

২৭শে জুলাই: মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার পারমানবিক হুমকি দিলে দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৫৪

৭ই মেঃ ভিয়েতনাম ফ্রান্সকে দিয়েন বিয়েন ফুতে (ভিয়েতনামের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি স্থান) পরাজিত করে । কম্বোডিয়া, লাওস, উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম- চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র রেখে ফ্রান্স ইন্দোচিন থেকে সরে আসে।

৮ সেপ্টেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড , ফিলিপাইন , যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থার (SEATO) জন্ম । ন্যাটো-র মতো এটিও ফিলিপাইন এবং ইন্দোচিন-এ কমিউনিস্ট সম্প্রসারণকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২ ডিসেম্বরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সিনো-আমেরিকান মিউচুয়াল প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৫৫

২৪শে ফেব্রুয়ারি: ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্যের মাঝে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত। এটি মধ্য প্রাচ্যে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণকে প্রতিহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

১৮ই এপ্রিলঃ এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন (এটি ব্যান্দুং সম্মেলন নামেও পরিচিত) প্রথম ইন্দোনেশিয়ার ব্যান্দুং এ অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল: জওয়াহারলাল নেহেরু (ভারত), সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া), মার্শাল টিটো (যুগোস্লাভিয়া) , জামাল আবদেল নাসের (মিশর) এবং নক্রুমা (ঘানা)- যাদের মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রবর্তিত হয় । এই আন্দোলনটি তখনকার বিশ্বের 'বিপজ্জনক মেরুকরণের' বিরুদ্ধে এবং ক্ষুদ্র দেশগুলির স্বার্থে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে।

১৪ ই মে: ওয়ার্শ চুক্তিটি পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি ন্যাটোতে বিপক্ষ কমিউনিস্ট সামরিক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

১ নভেম্বরঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক শুরু।

১৯৫৬

জুলাই: মিসর সুয়েজ খাল এর জাতীয়করণ করে।
২৯শে অক্টোবরঃ সুয়েজ সঙ্কট- নাসেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ফ্রান্স,
ইসরায়েল এবং যুক্তরাজ্য মিশরে আক্রমণ করেছিল।

সুয়েজ খাল (ছবিঃ ব্রিটানিকা)

১৯৫৭

৪ অক্টোবরঃ স্পুটনিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ।
৩ নভেম্বরঃ লাইকা কুকুর সহ স্পুটনিক-২ উৎক্ষেপিত হয়েছিল।

১৯৫৮

অক্টোবর ৪: ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা গঠিত হয়েছে।

১৯৫৯

১০-২৩ মার্চ: তিব্বতীয় অভ্যুত্থান ঘটে।

জুন:

চীন-সোভিয়েত বিভাজন: সোভিয়েত ইউনিয়নের "জুনিয়র অংশীদার" হিসাবে বিবেচিত হলে, চীন নেতৃত্ব কমিউনিস্টবাদের সংস্কার করে এবং সোভিয়েত প্রভাবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে।

জুলাই: কঙ্গো সঙ্কট শুরু।

১৯৬১

১২ই এপ্রিল: সোভিয়েত ইউনিয়ন ভোস্টক-১ সাফল্যের সাথে চালু করলে ইউরি গাগারিন মহাকাশে প্রথম মানব হিসেবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ।

১৩ ই আগস্ট: জার্মানির ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলোচনায় বিচ্ছেদের পরে সোভিয়েতরা বার্লিন ওয়ালটি তৈরি করেছিল।

অক্টোবর ৩১: সোভিয়েত ইউনিয়ন জার বোম্বা (Tsar Bomba) বিস্ফোরণ ঘটায়, এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী থার্মোনিউক্লায়ার বোমা, যার মধ্যে প্রায় ৫০ মেগাটন বিস্ফোরক ছিল।

ইউরি গ্যাগারিন (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

১৯৬২

১ অক্টোবর: কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট- সোভিয়েতরা গোপনে মার্কিন মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৯০ মাইল দূরে কিউবার উপর পারমাণবিক অস্ত্র সহ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএসআরকে পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত, উভয় পক্ষই একটি সমঝোতায় পৌঁছে।

২১শে নভেম্বর: হিমালয়ান যুদ্ধের সমাপ্তি। চীন ভারতের ভূখণ্ডের একটি ছোট্ট অংশ দখল করে যা আকসাই চিন নামে পরিচিত ।

আকসাই চীন (ছবিঃ ইন্ডিয়া টুডে)

১৯৬৩

৫ আগস্ট: আন্ডারগ্রাউন্ড বাদে অন্য কোথাও পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউএসএসআর দ্বারা আংশিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৬৪

১৬ই অক্টোবর: চীন তার প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষা চীনকে বিশ্বের পঞ্চম পারমাণবিক শক্তি হিসেবে তৈরি করে ।

১৯৬৫

৫ই আগস্ট : ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূচনা ।

১৯৬৬

১১ ই আগস্ট: ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডাম মালিক ও মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আবদুর রাহমান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বৈরিতা অবসান ঘটিয়ে জাকার্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন ।

১৯৬৭

২৫শে মে: ভারতে গণজাগরণ সম্প্রসারণ উপলক্ষে নকশাল নামে মাওবাদী একটি সহিংস, মার্কিন বিরোধী এবং অ্যান্টি-সোভিয়েত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫ ই জুন: মিশরের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইস্রায়েল ছয় দিনের যুদ্ধ শুরু করে সিনাই উপদ্বীপে আক্রমণ করেছিল ।

১৭ই জুন: চীন তার প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটি বিস্ফোরণ করেছিল।

১৯৬৮

১ জুলাই: পারমাণবিক অস্ত্রের অপসারণ সম্পর্কিত চুক্তি (এনপিটি) স্বাক্ষরের জন্য খোলা হয়।

১৯৬৯

১৪ জুলাই: ডিফেন্ডার হিসাবে হন্ডুরাস এবং আক্রমণকারী হিসাবে এল সালভাদোরের মধ্যে ফুটবল যুদ্ধের সূচনা।
১৬ জুলাই: অ্যাপোলো-১১ উৎক্ষেপণ করা হয়।
২০শে জুলাই: প্রথম মানুষ নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে অবতরণ করেন।
১৭ই নভেম্বর: হেলসিঙ্কিতে স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন টক আলোচনা শুরু ।

অ্যাপোলো-১১ (ছবিঃ নাসা)

১৯৭০
৫ ই মার্চ: ইউনাইটেড কিংডম, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত, পারমাণবিক অস্ত্রের অপসারণ (এনপিটি) সম্পর্কিত চুক্তি কার্যকর হয়।
আগস্ট ১২: সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম জার্মানি মস্কোর চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ।
১৯৭১

২৬ শে মার্চ: বাংলাদেশি স্বাধীনতার ঘোষণা । শুরু হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ।

২৫শে অক্টোবর: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন ২৭৫৮ পাসের মাধ্যমে চীন একমাত্র বৈধ সরকার হিসাবে চীন গণপ্রজাতন্ত্রী স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলে তাইওয়ান জাতিসংঘে তার সদস্যপদ হারায়।

৩ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত এর প্রবেশ।

১৬ ডিসেম্বর: পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সিও লে. জেনারেল এ.কে. নিয়াজী আত্মসমর্পণের ইন্সট্রুমেন্টে স্বাক্ষর করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে যা বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার দ্বারা গৃহীত হয় । ইস্টার্ন ব্লকে বাংলাদেশ সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়।

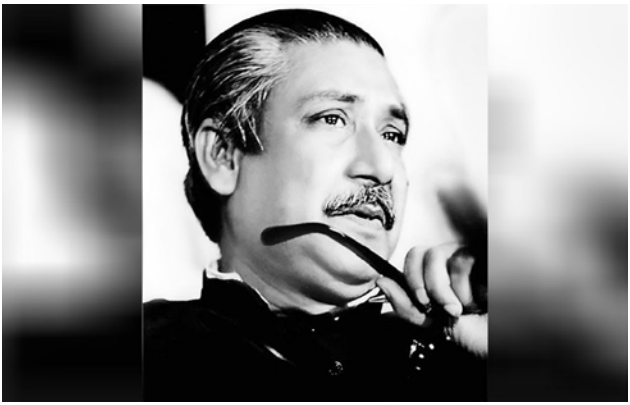

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন)

১৯৭২

১০ এপ্রিল: জৈবিক অস্ত্র কনভেনশন জৈবিক অস্ত্রের উৎপাদন, উন্নয়ন এবং স্টকিং নিষিদ্ধ করার জন্য স্বাক্ষরিত হয়।

২৬শে মে: কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা আলোচনা (সল্ট-১) চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএসআর এর মধ্যে বৈরিতার অবসানের ইঙ্গিত দেয়।

১৯৭৩

২৭শে জানুয়ারি: প্যারিস পিস অ্যাকর্ডস ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার জড়িত থাকার অবসান ঘটায় ।
২১শে জুন: পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানি প্রত্যেকে জাতিসংঘে সদস্য হয়।
৬ অক্টোবর: মিশর এবং সিরিয়ায় ইস্রায়েল আক্রমণ করে যা রামাদান যুদ্ধ, অক্টোবর যুদ্ধ, এবং ১৯৭৩- আরব ইসরায়েল যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৯৭৪

সেপ্টেম্বর ৪: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব জার্মানি কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করে।
২৪শে নভেম্বর: সল্ট দ্বিতীয় চুক্তিটি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ভ্লাদিভোস্টক সামিট সভায় খসড়া হয়।

১৯৭৫

৩০শে এপ্রিল: উত্তর ভিয়েতনাম 'ভিয়েতনাম যুদ্ধে' জয়লাভ করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের আত্মসমর্পণের সাথে সাইগনের পতন হয় এবং দুটি দেশ একটি কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়।
জুলাই: অ্যাপোলো-সয়ুজ টেস্ট প্রকল্পটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচির প্রথম যৌথ উড্ডয়ন। মিশনটি তাদের বৈরিতার অবসানের প্রতীক এবং "মহাকাশ প্রতিযোগিতার" সমাপ্তির হিসাবে দেখা হয় ।
৫ই জুলাই: কেপ ভার্দে পর্তুগাল থেকে স্বতন্ত্র।
৬ই জুলাই: কমোরোস যুক্তরাজ্য থেকে স্বতন্ত্র।
২৫শে নভেম্বর: সুরিনাম নেদারল্যান্ডস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে।
ডিসেম্বর: অপারেশন সেরোজাতে ইন্দোনেশিয়ার ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী পূর্ব তিমুর আক্রমণ করে । এর আগের দিন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর সাথে বৈঠকে আক্রমণের জন্য সংকেত দেন। আনুমানিক এক লক্ষ আশি হাজারের মত মানুষ পঁচিশ বছরের দখলের জন্যে মারা যায়।

১৯৭৬
২ জুলাই: ভিয়েতনাম পুনরায় একত্র হয়।

১৯৭৭
২৭ জুন: জিবুতি ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হয়।
২৩ জুলাই: সোমালিয়া ইথিওপিয়ায় আক্রমণ করলে ওগাডেন যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৭৮
২৭ এপ্রিল: আফগানিস্তান এর রাষ্ট্রপতি সরদার মোহাম্মদ দাউদকে প্রো-কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।
১ অক্টোবর: টুভালু কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হয়।
৩০ অক্টোবর: উগান্ডা তানজানিয়ায় আক্রমণ করে উগান্ডা-তানজানিয়া যুদ্ধের সূচনা করে ।
৩ নভেম্বর: ডোমিনিকা যুক্তরাজ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়।
২৫শে ডিসেম্বর: আফগানিস্তানে একটি কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ায় আক্রমণ করে।

১৯৭৯
১ জানুয়ারি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন কূটনৈতিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলে।
৭ জানুয়ারি: ভিয়েতনাম খেমার রুজকে হস্তান্তর করে এবং ভিয়েতনামপন্থী, সোভিয়েতপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।
১৬ জানুয়ারি: ইরানী বিপ্লব এর ফলে পশ্চিমপন্থী শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহ্লাভি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়।

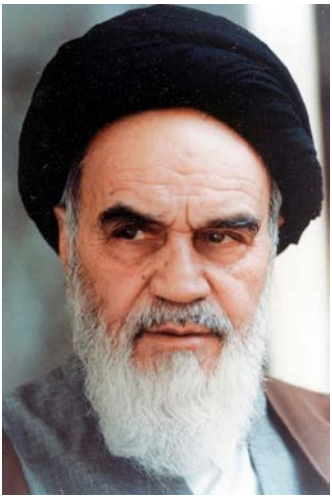

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী (ছবিঃ ব্রিটানিকা)

১ ফেব্রুয়ারি: চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কম্বোডিয়ায় আক্রমণ করার জন্য ভিয়েতনামকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চীন শাস্তিমূলক আক্রমণ শুরু করে।
৪ মে: মার্গারেট থ্যাচার যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
১৮ জুন: মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার এবং সোভিয়েত নেতা লিওনিড ব্রেজনে, পারমাণবিক অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং গাইডলাইনটির রূপরেখা হিসাবে সল্ট-২ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
১৭ জুলাই: মার্কসবাদী নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীদের উৎখাত এর জন্য নিকারাগুয়ায় মার্কিন সমর্থিত কন্ট্রা বিদ্রোহ শুরু হয়।
সেপ্টেম্বর: আফগানিস্তানের মার্কসবাদী রাষ্ট্রপতি নূর মোহাম্মদ তারাকিকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদটি প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিন গ্রহণ করেন ।
৪ নভেম্বর: ইসলামপন্থী ইরানি শিক্ষার্থীরা ইরান বিপ্লবের সমর্থনে আমেরিকান দূতাবাস ঘেরাও করে। ইরান জিম্মি সঙ্কট ২০ জানুয়ারী, ১৯৮১ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
২১ ডিসেম্বর: রোডেসিয়ান বুশ যুদ্ধ ল্যানকাস্টার হাউস চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেষ হয় । জিম্বাবুয়ে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

২৪ ডিসেম্বর: সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আক্রমণ করে হাফিজুল্লাহ আমিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সোভিয়েত-আফগানিস্তান যুদ্ধ শুরু করে।

১৯৮০

২-৩ জানুয়ারী: রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার সল্ট দ্বিতীয় চুক্তি প্রত্যাহার করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রযুক্তি বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন।
২৩ জানুয়ারি: কার্টার ডক্ট্রিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে উপসাগরীয় দেশগুলিকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কার্টার ডক্ট্রিন হ'ল একটি নীতি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তার স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে ২৩ জানুয়ারি, ১৯৮০ এ ঘোষণা করেছিলেন। যেখানে বলা হয়েছিল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে। এটি ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া ছিল এবং এটির উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শীতল যুদ্ধের বিরোধী সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য অর্জন থেকে বিরত রাখা।
১৭ এপ্রিল: রবার্ট মুগাবে জিম্বাবুয়ের প্রধানমন্ত্রী হন ।
২২ সেপ্টেম্বর: সাদ্দাম ইরান আক্রমণ করতে শুরু করে, যার কারণে ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৮২

২ এপ্রিল: ফকল্যান্ড যুদ্ধ- আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে।
১৪ ই জুন: ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ হস্তক্ষেপে মুক্তি পায়। ফকল্যান্ডস যুদ্ধের সমাপ্তি।

১৯৮৩

২৩ শে মার্চ: রোনাল্ড রেগান কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ (এসডিআই, বা "স্টার ওয়ার্স") প্রস্তাব করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর: ১৯৮৩ সালে সোভিয়েত পারমাণবিক মিথ্যা বিপদাশঙ্কার ঘটনা ঘটে। সোভিয়েত পারমাণবিক প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা একাধিক মার্কিন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বার্তা জানায়। সোভিয়েত বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা স্ট্যানিস্লাভ ইয়েভগ্রাফোভিচ পেট্রোভ বিপদাশঙ্কাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন, যার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিশোধমূলক পারমাণবিক হামলা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল, যা পারমাণবিক যুদ্ধ এবং কয়েক মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর কারণ হতে পারত।

১৯৮৪

১১ ই আগস্ট: রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান সাপ্তাহিক রেডিও ঠিকানাটির জন্য মাইক্রোফোনের শব্দ পরীক্ষা করার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে বোমা ফেলার বিষয়ে কৌতুক করেছিলেন। "আমার সহকর্মী আমেরিকানরা," রেগান বলেছেন। "আমি আজ আপনাদের জানাতে পেরে খুশি হয়েছি যে আমি এমন একটি আইন স্বাক্ষর করেছি যা রাশিয়াকে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। আমরা পাঁচ মিনিটে বোমা ফেলা শুরু করতে পারি ।" সোভিয়েত ইউনিয়ন সাময়িকভাবে তার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উচ্চ সতর্কতার উপর ফেলে।
৩১ শে অক্টোবর: ভারতের ইতিহাসের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন।
১৬ ই ডিসেম্বর: মার্গারেট থ্যাচার ও গ্রেট ব্রিটেন সরকার সোভিয়েত নেতাদের সাথে আলোচনার নতুন রাস্তা খোলার জন্যে মিখাইল গর্বাচেভ এর সঙ্গে চেকার এ একটি মিটিং করেন।

১৯৮৫
১১ ই মার্চ: মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা হন।
আগস্ট: হিরোশিমা এবং নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলার চল্লিশতম বার্ষিকীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিষয়ে ৫ মাসের একতরফা স্থগিতাদেশের ঘোষণা করে। রেগান প্রশাসন একে নাটকীয় অপপ্রচার বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং মামলা অনুসরণ করতে অস্বীকার করে।

২১শে নভেম্বর: রেগান এবং গর্বাচেভ প্রথমবারের মতো সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন, যেখানে তারা আরও দুটি (পরে তিনটি) শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে সম্মত হন।

১৯৮৬

২৬ শে এপ্রিল: চেরনোবিল বিপর্যয়: ইউক্রেনের একটি সোভিয়েত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিস্ফোরিত হয়, যার ফলস্বরূপ ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনা ঘটে।
অক্টোবর ১১-১২: রেইকাজিক সামিট: পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে একটি যুগান্তকারী সম্মেলন।
৩ নভেম্বর: ইরান-কন্ট্রা বিষয়ক: রেগান প্রশাসন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তারা জিম্মিদের বিনিময়ে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে এবং নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীদের কাছে প্রাপ্ত লাভ অবৈধভাবে হস্তান্তর করছে।

চেরনোবিল দুর্ঘটনা (ছবিঃ গেটি ইমেজেস)

১৯৮৭

১৬ জানুয়ারি: পার্টির মধ্যে আদিবাসীরা গর্বাচেভের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নীতিগুলি (পেরেস্ট্রোইকা) বিরোধিতা করেছেন। গর্বাচেভে আশা করেছিলেন স্বচ্ছতা, আলোচনা এবং অংশগ্রহণের উদ্যোগের মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণ পেরেস্ট্রোইকাকে সমর্থন করবে।

৮ ই ডিসেম্বর: ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এবং সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ পারমাণবিক বাহিনী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরে কেউ কেউ দাবি করেন যে এটি হ'ল শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক সূচনা। গর্বাচেভ স্টার্ট-১ চুক্তি অনুমোদনে সম্মতি জানান।

১৯৮৮

১৫ মে: সোভিয়েতরা আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে শুরু করে ।
ডিসেম্বর: গর্বাচেভ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।

১৯৮৯

২ ফেব্রুয়ারি: সোভিয়েত সেনা আফগানিস্তান থেকে সরে আসে।
৪ জুন: তিয়ানানমেন স্কয়ার গণহত্যা: বেইজিংয়ের তিয়ানানমেন স্কয়ারে গণতন্ত্রীপন্থী ছাত্রদের বিক্ষোভে কমিউনিস্ট চীনা সরকার ট্যাংক ব্যবহার করে, ফলে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
৯ নভেম্বর: পূর্ব ইউরোপের বিপ্লব: সোভিয়েত সংস্কার পূর্ব ইউরোপকে সেখানকার কমিউনিস্ট সরকারগুলিকে পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। বার্লিন প্রাচীর ভেঙে দেয়া হয়।
৩ ডিসেম্বর: মাল্টা শীর্ষ সম্মেলন শেষে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ ডব্লু বুশ ঘোষণা করেছেন যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির যুগ শুরু হয়েছে। অনেক পর্যবেক্ষক এই শীর্ষ সম্মেলনকে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক সূচনা বলে মনে করেন ।
২০ ডিসেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা আক্রমণ করে।

১৯৯০

১১ ই মার্চ: লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় ।
২৯ শে মে: রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বোরিস ইয়েলতসিন ।
আগস্ট ২: ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু করে ।
২০ আগস্ট: এস্তোনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
২৩ আগস্ট: আর্মেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
৩ অক্টোবর: জার্মানি পুনরায় মিলিত হয়।
১৫ ই অক্টোবর: মিখাইল গর্বাচেভকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়।

মিখাইল গর্বাচেভ (ছবিঃ টাইম ম্যাগাজিন)

১৯৯১

৯ ফেব্রুয়ারি: লিথুয়ানিয়ার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে একটি স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত ।
২৮শে ফেব্রুয়ারি: উপসাগরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি।
৩ মার্চ: এস্তোনিয়া এবং লাটভিয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে একটি স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত।
৩১ মার্চ: সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে জর্জিয়ার একটি স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ।
৯ এপ্রিল: জর্জিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
১ জুলাই: ওয়ারশ চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলীন হয়।
১৯ আগস্ট: ১৯৯১ এর সোভিয়েত অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা । ২০ আগস্ট স্বাক্ষরিত একটি নতুন ইউনিয়ন চুক্তির জবাবে আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটে।
২৪শে আগস্ট: ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ।
২৭ শে আগস্ট: মোল্ডোভা স্বাধীনতা ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।
৩১শে আগস্ট: উজবেকিস্তান এবং কিরগিজস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
৯ সেপ্টেম্বর: তাজিকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
২১ সেপ্টেম্বর: ১৯৯০ সালের আগস্টে স্বাধীনতার ঘোষণা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে আর্মেনিয়া একটি স্বাধীন গণভোটের আয়োজন করে।
২ অক্টোবর: তুর্কমেনিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
১ ডিসেম্বর: কাজাখস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়
২৫ ডিসেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লু বুশ, বোরিস ইয়েলতসিনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির স্বীকৃতি জানিয়ে ক্রিসমাস দিবসের ভাষণ দেন।
২৫ ডিসেম্বর: মিখাইল গর্বাচেভ ইউএসএসআর এর রাষ্ট্রপতি হিসেবে পদত্যাগ করলেন ।